আঙ্গিরসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

গৃহাশ্রমেষু ধর্ম্মেষু বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধিং দৃষ্ট্বা অঙ্গিরা মুনিরব্রবীৎ ॥ ১
অন্ত্যানামপি সিদ্ধান্নং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিদুঃ ॥ ২
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
অন্ত্যজানাং গৃহে তোয়ং ভাণ্ডে পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
প্রায়শ্চিত্তং যদা পীতং তদৈব হি সমাচরেৎ ॥ ৪
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু ত্বজ্ঞানাৎ পিবতে যদি।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ৫
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রেষু দাপয়েৎ ॥ ৬
অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণস্ত্বন্ত্যজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
আচান্ত এব শুধ্যেত অঙ্গিরা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৮
ক্ষত্রিয়েণ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নানং জপ্যন্তু কুর্ব্বীত দিনস্যার্দ্ধেন শুধ্যতি ॥ ৯
বৈশ্যেন তু যদা স্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১০
অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টো স্নানং যেন বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ১১
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবস্ত্রস্য বৈ বিধিম্।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি ॥ ১২
পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্‌বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেদ্বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥ ১৩
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রমজ্ঞানেন তু ধারয়েৎ।
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ১৪

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি অঙ্গিরা বেদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে আনুপূর্ব্বিক চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চণ্ডালাদি নীচজাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ (প্রায়শ্চিত্ত), ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য্যুষিত জলপান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অথবা যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে পর্য্যুষিত ফল বা তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য বা তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল পান করিবে তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে)। (শ্রোতা ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) যদি চণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের (পানকর্ত্তাদিগের) মধ্যে বর্ণে বর্ণে কিরূপ অর্থাৎ কোন্ বর্ণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? উত্তর;—ব্রাহ্মণ সান্তপন করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য অর্দ্ধপ্রাজাপত্য করিবে এবং শূদ্রের প্রতি পাদকৃচ্ছ্র ব্যবস্থা দিবে। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান করিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পরদিন পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট-ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট হইলে আচমন করিয়াই শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট-ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে স্নান, জপ করিবে এবং দিনার্দ্ধ উপবাসে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ, উচ্ছিষ্টবৈশ্য, কুক্কুর বা উচ্ছিষ্ট-শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে একঅহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১—১০

যে ব্যক্তিকে অনুচ্ছিষ্ট-অবস্থায় স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয়, সে যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে। ইহার পর নীলীবস্ত্রের বিধান বলিব। স্ত্রীসম্ভোগার্থ শয্যায় শয়নকালে তাহা পরিধান করিলে দোষ হইবে না। ব্রাহ্মণ, নীলীরক্ষণ—নীলী বিক্রয় ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে বিশেষ পাপী হইবে। তদনন্তর তিনি প্রাজাপত্য করিলে তাঁহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়। নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে সেই নীলীবস্ত্রধারীর স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ এবং এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়। যদি অজ্ঞানতঃ নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৫
নীলীদারু যদা ভিন্দ্যাদ্ব্রাহ্মণং বৈ প্রমাদতঃ।
শোণিতং দৃশ্যতে যত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৬
নীলীবৃক্ষেণ পক্বন্তু অন্নমশ্নাতি চেদ্দ্বিজঃ।
আহারবমনং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৭
ভক্ষম্ প্রমাদতো নীলীং দ্বিজাতিস্তুসমাহিতঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু সামান্যং চান্দ্রায়ণমিতি স্থিতম্ ॥ ১৮
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
নোপতিষ্ঠতি দাতারং ভোক্তা ভুঙ্ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যৎপাকে শ্রপিতং ভবেৎ।
তেন ভুক্তেন বিপ্রাণাং দিনমেকমভোজনম্ ॥ ২০
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ।
ভর্ত্তা তু নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরম্ ॥ ২১
নীল্যা চোপহতে ক্ষেত্রে শস্যং যত্তু প্ররোহতি।
অভোজ্যং তদ্দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২
দেবদ্রোণ্যাং বৃষোৎসর্গে যজ্ঞে দানে তথৈব চ।
অত্র স্নানং ন কর্ত্তব্যং দূষিতা চ বসুন্ধরা ॥২৩
বাপিতা যত্র নীলী স্যাত্তাবদ্ভূম্যশুচির্ভবেৎ।
যাবদ্দ্বাদশবর্ষাণি অত উর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥ ২৪
ভোজনে চৈব পানে চ তথা চৌষধভেষজৈঃ।
এবং ম্রিয়ন্তে যা গাবঃ পাদমেকং সমাচরেৎ ॥ ২৫
ঘণ্টাভরণদোষেণ যত্র গৌর্বিনিপীড্যতে।
চরেদর্দ্ধং ব্রতং তেষাং ভূষণার্থং হি তৎ কৃতম্ ॥ ২৬
দমনে দামনে রোধে অবঘাতে চ বৈকৃতে।
গবা প্রভাবতা যাতৈঃ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৭
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রস্তু বাহুমাত্রপ্রমাণতঃ।
সপল্লবশ্চ সাগ্রশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
দণ্ডাদুক্তাদ্যদন্যেন পুরুষা প্রহরন্তি গাম্।
দ্বিগুণং গোব্রতং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ২৯
শৃঙ্গভঙ্গে ত্বস্থিভঙ্গে চর্ম্মনির্ম্মোচনে তথা।
দশরাত্রং চরেৎ কৃচ্ছ্রং যাবৎ স্বস্থো ভবেত্তদা ॥ ৩০

করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, তাহাতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণের অনবধানতাপ্রযুক্ত নীলীকাষ্ঠ দ্বারা শরীর ক্ষত হয় ও তাহাতে শোণিত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। যদি দ্বিজ, নীলীকাষ্ঠের অগ্নিতে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে ভুক্তান্ন বমন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজাতি অসাবধান হইয়া অজ্ঞানতঃ নীলী ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই চন্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ইহাই নিয়ম। নীলী-রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত (হইয়া প্রদত্ত) হয়, দাতা তাহার ফলভাগী হন না এবং সেই অন্নভোক্তাও মাত্র পাপ ভোজন করে। নীলরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা একদিন উপবাস করিবে। ১১—২০। যে নারী, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার ভর্ত্তা নরকে গমন করে। অনন্তর সে নারীও নরকগামিনী হয়। নীলী উৎপন্ন হওয়ায় যে ক্ষেত্র দূষিত হইয়াছে, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বিজগণের অভোজ্য, ভোজন করিলে চন্দ্রায়ণ করিতে হয়। এই স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে দেবদ্রোণীখনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের স্থান করিবে না, কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে। যেস্থলে নীলীবপন হইয়াছে, সেই ভূমি দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত অশুচি, তৎপরে শুচি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভোজন করাইতে, পান করাইতে বা ঔষধাদি সেবন করাইতে এবং এইরূপ ব্যাপারে যে সকল গো প্রাণত্যাগ করে (তাহাদিগের বধজনিত পাপক্ষয়ার্থ) একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যেখানে গাভী ঘণ্টাপ্রভৃতি অলঙ্কারের দোষে হত বা আহত হয়, সেস্থানে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেননা, সেই ঘণ্টাদি আভরণ-দান গাভীর ভূষণের জন্যই করিয়াছিল। সহজরূপে গাভী বশীভূত করিতে না পারায় দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের ন্যায় স্থূল, প্রমাণে এক বাহু (এক বাঁউ) দীর্ঘ এবং পল্লব ও অগ্রযুক্ত (বৃক্ষশাখাকে) দণ্ড বলা যায়। যদি এই উক্ত দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র গুরুতর মুদ্গরাদি দ্বারা গাভীকে প্রহার করে; তবে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। এবং বহু পুরুষে মিলিত হইয়া একটী গাভীকে বধ বা আহত করিলে উচিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। গাভীর শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ বা চর্ম্মকর্ত্তন করিলে দশ দিন যাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; যদি তাহার মধ্যে সুস্থ হয়; (তাহা না হইলে ইহা হইতেও গুরু প্রায়শ্চিত্ত

গোমূত্রেণ চ সম্মিশ্রং যাবকঞ্চোপজায়তে।
এতদেব হিতং কৃচ্ছ্রমিদমাঙ্গিরসং মতম্ ॥ ৩১
অসমর্থস্য বালস্য পিতা বা যদি বা গুরুঃ।
যমুদ্দিশ্য চরেদ্ধর্ম্মং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৩২
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥ ৩৩
মূর্চ্ছিতে পতিতে চাপি গবি যষ্টিপ্রহারিতে।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ৩৪
স্নাত্বা রজস্বলা চৈব চতুর্থেঽহ্নি বিশুধ্যতি
কুর্য্যাদ্রজসি নির্বৃত্তেঽনিবৃত্তে ন কথঞ্চন ॥ ৩৫
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুচ্যস্তা ন তেন স্যুস্তাসাং বৈকারিকং হি তৎ ॥৩৬
সাধ্বাচারা ন তাবৎ স্যাদ্রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহকর্ম্মণি চৈন্দ্রিয়ে ॥ ৩৭
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥ ৩৮

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূদ্রেণ চৈব হি।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৯
দ্বাবেতাবশুচী স্যাতাং দম্পতী শয়নং গতৌ।
শয়নাদুত্থিতা নারী শুচিঃ স্যাদশুচিঃ পুমান্ ॥ ৪০
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কাংস্যভাজনে।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥ ৪১
রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য ষণ্মাসমত্যন্তোপহতং শুচি ॥ ৪২
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু।
ভস্মনা দশভিঃ শুধ্যেৎ কাকেনোপহতে তথা ॥ ৪৩
শৌচং সৌবর্ণরূপ্যাণাং বায়ুনার্কেন্দুরশ্মিভিঃ ॥ ৪৪
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকঞ্চ ন দুষ্যতি।
অদ্ভির্মৃদা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি ॥ ৪৫

করিতে হইবে)। ২১—৩০। গোমূত্রমিশ্রিত যাবক ভোজন করিবে, ইহাই হিতজনক কৃচ্ছ্র; ইহা অঙ্গিরার মত। অসমর্থ ব্যক্তির কিংবা বালকের পিতা বা গুরু, তাহার হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তদ্দ্বারা তাহার অর্থাৎ ঐ অসমর্থ বা বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে (এইরূপ বৃদ্ধ), ষোড়শ বর্ষ হইতেও অল্পবয়স্ক, স্ত্রীলোক এবং উৎকট-রোগী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তে অধিকারী। গাভী যষ্টি দ্বারা আহত হইয়া মূর্চ্ছিত বা পতিত হইলে, (আঘাতকারী পুরুষের) শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ। রজস্বলা নারী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজঃ-কাল (রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চারি দিন) অতিবাহিত হইলে, প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিবে, অতিবাহিত না হইলে, কদাচ উহা করিবে না। রোগপ্রযুক্ত নারীদিগের যে অতিশয় (অর্থাৎ রজঃকালের পরেও) রজঃপ্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা তাহারা অশুচি হইবে না; কেননা তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নহে। যে পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি হয়, (অর্থাৎ তিন দিন) তাবৎ স্ত্রীলোক সদাচার (পবিত্র) নহে। রজোনিবৃত্তি হইলে (চতুর্থ দিবসে) ঐ স্ত্রী গৃহকার্য্য ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে ব্যব-হার্য্য। রজোদর্শনের প্রথম দিনে রজস্বলা স্ত্রী চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চাণ্ডালী প্রভৃতির ন্যায় অশুদ্ধ থাকিবে। চতুর্থ দিনে পবিত্র হইবে। রজস্বলা, কুক্কুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে। পতি পত্নী যতক্ষণ শয্যাতে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ এই উভয়েই অপবিত্র থাকিবে। অনন্তর নারী শয্যা হইতে উত্থান করিলে, পবিত্র হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অশুচি থাকিবে। ৩১—৪০। কাংস্যপাত্রে জল লইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ এবং অম্লসংযোগে তাম্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। নারী, রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয়, প্রতিরজোদর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়। স্রোত দ্বারা নদী শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদি দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না। অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদিপাত্র ছয় মাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। গবাঘ্রাত কাংস্য, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদায় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্য-পাত্র, দশ দিন ভস্মপ্রোথিত হইলে, শুচি হইবে। বায়ু ও চন্দ্রসূর্য্য-কিরণস্পর্শে রজত সুবর্ণের শুদ্ধি হয়। মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র (কম্বলাদি) রেতস্পৃষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে রেতস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে, সেইটুকু অংশ, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে,

শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহমুচ্ছতি।
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্য্যতি ॥ ৪৬
পয়ো দধি চ মাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
তৈলং সংবৎসরেণৈব কোষ্ঠে জীর্য্যতি বা ন বা ॥ ৪৭
যো ভুঙ্ক্তে হি চ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥ ৪৮
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৪৯
অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ।
শূদ্রোঽপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোঽপি তথৈব চ ॥ ৫০
দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ
পাক্ষিকং বৈশ্য এবাহ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৫১
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নঞ্চৈব ভোজয়েৎ।
পঞ্চ তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৫২
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজো জনয়েৎ সুতান্।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৩
শূদ্রেণ স্পৃষ্টমুচ্ছিষ্টং প্রমাদাদথ পাণিনা।
তদ্দ্বিজেভ্যো ন দাতব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥ ৫৪
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্ক্তে ক্ষত্রিয়স্য চ পর্ব্বসু।
বৈশ্যেষ্বাপৎসু ভুঞ্জীত ন শূদ্রেঽপি কদাচন ॥ ৫৫
ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রত্বং ক্ষত্রিয়ান্নে পশুস্তথা।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রত্বং শূদ্রান্নে নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৫৬
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥ ৫৮
সূতকেষু যদা বিপ্রো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাদ্ভুঙ্ক্তে ভক্তমথাপি বা ॥ ৫৯
উত্তীর্য্যাচম্য উদকমবতীর্য্য উপস্পৃশেৎ।
এবং হি সমুদাচারী বরুণেনাভিমন্ত্রিতঃ ॥ ৬০

সমস্ত তাহাতেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে, সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ জীর্ণ হয়। দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে (জীর্ণ হয়), তৈল, এক বৎসরেও উদরে পরিপাক পায় কি না সন্দেহ; (অপবিত্র অন্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমনবিধি আছে, সুতরাং কত দিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবার জন্য, জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে)। যে ব্যক্তি নিরন্তর একমাস শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পাতিত করে। শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে (ব্রাহ্মণ) তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। ৪১—৫০। (সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে) ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য একপক্ষে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার আত্মা বেদাধ্যয়ন এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নি—এই পাঁচটী বস্তু বিনষ্ট অর্থাৎ আপনি পতিত হয়, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃতপক্ষে যাহার অন্ন তাহারই—কেন না, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। অসাবধানতা বশতঃ শূদ্রস্পৃষ্ট জলাদি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু একপাণি দ্বারা যেন দ্বিজকে না দেয়, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলেন। ব্রাহ্মণের অন্ন সকলদিনেই ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ান্ন পর্ব্বোপলক্ষে, বৈশ্যান্নও আপৎকালে পাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রান্ন কখনই ভোজ্য নহে। ব্রাহ্মণান্ন ভোজনে দরিদ্রতা (যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে এই জন্য যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাও উচিত নহে, ইহা জানাইবার জন্য উক্তরূপ কথিত হইল।) অথবা ব্রাহ্মণান্ন ভোজনে অদরিদ্রতা (সম্পত্তি) হয়। ক্ষত্রিয়ান্ন-ভোজনে পশুবৎ মূর্খ হয়, বৈশ্যান্ন-ভোজনে শূদ্রতা প্রাপ্তি হয়, আর শূদ্রান্ন-ভোজনে নিশ্চয়ই নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণান্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রান্ন (নিশ্চয়ই) রক্ত। মনুষ্যের পাপ তাহার অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে তাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অশৌচী ব্যক্তির জল পান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে পীত-ভুক্ত বস্তু উদ্গিরণ-পূর্ব্বক আচমন করিয়া জলে অবতরণ-পূর্ব্বক অবগাহন করিবে, অনন্তর বারুণমন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে নিজ কার্য্যে অধিকারী হইবে। ৫১—৬০। অগ্নি

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
আহারে জপকালে চ পাদুকানাং বিসর্জ্জনম্ ॥ ৬১
পাদুকাসনমারূঢ়ো গেহাৎ পঞ্চগৃহং ব্রজেৎ।
ছেদয়েত্তস্য পাদৌ তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
এতে বৈ পাদুকৈর্যান্তি শেষান্ দণ্ডেন তাড়য়েৎ ॥ ৬৩
জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে চূড়ান্তে ভোজনং নবম্।
অসপিণ্ডেন ভোক্তব্যং চূড়স্যান্তে বিশেষতঃ ॥ ৬৪
যাচকান্নং নবশ্রাদ্ধমপি সূতকভোজনম্।

হোত্রের অগ্নি যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে, গাভীর গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে আহারকালে এবং জপকালে পাদুকা ত্যাগ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাদুকাসন (খড়ম) পায়ে দিয়া অগ্নিগৃহ, গাভীগোষ্ঠ, দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ, আহার-গৃহ, এবং জপ-গৃহ এই পঞ্চগৃহে গমন করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহার পাদদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। অগ্নিহোত্রী, তপস্বী শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ হইয়া খড়ম পায়ে দিয়া তথায় যাইতে পারিবেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই দণ্ডিত করিবেন। জাত কর্ম্ম হইতে চূড়াকরণপর্য্যন্ত সংস্কার হইলে তাহার নবশ্রাদ্ধে এবং চূড়াকরণ হওয়ায় পর অবশ্য কর্ত্তব্য নবশ্রাদ্ধে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিবেন। অর্থাৎ জাতকর্ম্মের পরবর্ত্তী নামকরণ-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত যে কয়েকটী সংস্কার আছে, তাহার অন্যতম সংস্কারে সংস্কৃত মৃত বালকের পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় তাহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিতে পারে। এ কার্য্য কাম্য; তবে দুই বর্ষ অতীত হইলেই দাহ করিতে হইবে। ঐ মৃত বালকের নবশ্রাদ্ধে (নবশ্রাদ্ধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) এবং উপনীত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য ঐ শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণ পাত্রীয় অন্ন ভোজনে অনধিকারী বস্তুতঃ এই বচনটী লিপিকরপ্রমাদ-দূষিত। জন্মপ্রভৃতি সংস্কারে বালস্যান্নস্য ভোজনে। অসপিণ্ডৈর্ন ভোক্তব্যং শ্মশানান্তে বিশেষতঃ। এই পাঠ শুদ্ধ। ইহার অনুবাদ এই—বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি চূড়াকরণপর্য্যন্ত সংস্কারে (তদঙ্গ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন) বিশেষতঃ শ্মশানান্তে অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধাদিতে (তদীয় পাত্রীয় অন্ন) অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না। যাচক ব্যক্তির অন্ন (স্থান-অস্থান, পাত্র-অপাত্র, ও কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচ্ঞাই

নারী প্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৬৫
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে ॥ ৬৬
পূর্ব্বশ্চ স্রাবিতো যশ্চ গর্ভো যশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
দ্বিতীয়ে গর্ভসংস্কারস্তেন শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৬৭
রাজাদৌর্দ্দশভির্মাসৈর্যাবৎ তিষ্ঠতি গুর্ব্বিণী।
তাবদ্রক্ষা বিধাতব্যা পুনরন্যো বিধীয়তে ॥ ৬৮
ভর্ত্তৃশাসনমুল্লঙ্ঘ্য যা চ স্ত্রী বিপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাশ্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী ॥ ৬৯
অনপত্যা তু যা নারী নাশ্নীয়াত্তদ্‌গৃহেহপি বৈ।
অথ ভুঙ্‌ক্তে তু যো মোহাৎ পূযসং নরকং ব্রজেৎ ॥৭০

যাহার কার্য্য তাহাকেই যাচক বলা যায়,) নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন, অশৌচান্ন এবং স্ত্রীলোকের প্রথমগর্ভে অর্থাৎ গর্ভাধান পুংসবনাদির অন্ন ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। যে কন্যা অন্যের উদ্দেশ্যে বাগ্দানাদি হইয়া যাওয়ার পরে অপরের সহিত বিবাহিতা হয়, তাহার অন্নও ভোজন করিবে না; যেহেতু ঐ কন্যা পুনর্ভূ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার হইবার পূর্ব্বেই যদি প্রথম গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মূলের বচনটী একটু কঠিন থাকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিতেছি,—যঃ পূর্ব্বো গর্ভঃ অসংস্কৃতঃ সন্ স্রাবিতঃ তস্মাদ্দ্বিতীয়ে গর্ভে যো গর্ভসংস্কারঃ (কর্ত্তব্যঃ) তেন (গর্ভপাত্রয়োঃ শুদ্ধিঃ) *। গর্ভবতী যতদিন দশমাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব না করিবে, ততদিন রাজা প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষা করিবেন; অনন্তর অন্যবিধি বিহিত হইতেছে। যে স্ত্রী স্বামীর নিয়োগ লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। যে নারী অপত্যবর্জ্জিত (আটকুঁড়ী) তাহার গৃহেও ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার গৃহে ভোজন করে, সে

* কেহ কেহ বলেন,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বে যদি গর্ভস্রাব হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপযুক্তকালে গর্ভসংস্কার অর্থাৎ ঐ সকল সংস্কার হইবে।

স্ত্রিয়া ধনন্তু যো মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়া যানানি বাসাংসি তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥৭১

পূয়স নরকে গমন করিবে। যে সকল বান্ধব মোহে অভিভূত হইয়া স্ত্রীধন অথবা স্ত্রীলোকের যান ও বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ

রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
সূতকেষু চ যো ভুঙ্ক্তে স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমলম্ ॥ ৭২

নরকে গমন করে। ক্ষত্রিয়ের অন্ন (ভুক্ত হইলে, তেজ ও শূদ্রান্ন (ভুক্ত হইলে) ব্রহ্মতেজ অপহরণ করে। আর যে অশৌচান্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবতীয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭১—৭২।

অঙ্গিরঃসংহিতা সমাপ্ত।